[redacted]

[redacted]-[redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted] [redacted]

দাঁড়িয়েছেন সচেতনতা সৃষ্টিতে। জনগণকে সচেতন করতে আজ নিজেই করোনা আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

এদিকে মেহেরপুর জেলায় পাওয়া ২৪টি নতুন রিপোর্টের মধ্যে ১০ জন করোনা পজেটিভ পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে সদর উপজেলায় ২ জন ও মুজিবনগর উপজেলায় একজন ।

গাংনী পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে চাঁদা দাবীর অভিযোগ প্রত্যাহার

গাংনী পৌর মেয়রের বিরুদ্বেধ ১৫ লাখ টাকা চাঁদাদাবীর অভিযোগ অবশেষে প্রত্যাহার করেছেন অভিযোগ কারিরা।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসক বরাবর প্রত্যাহার পত্র জমা দেন তারা। অভিযোগকারীরা লিখিত প্রত্যাহারপত্রে উল্লেখ উল্লেখ করেন আমরা না বুঝে ভুলবসত অজান্তে অভিযোগ করেছিলাম সেই অভিযোগ প্রত্যহার করে নিলাম। গাংনী পৌর বাজারের ব্যাবসায়ী জহুরুল ইসলাম ঝন্টু,ওয়ালিউল,নাজমুল হুদা স্বাক্ষরিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক সীলমোহর সম্বলিত প্রত্যাহার পত্র প্রতিবেদকের হাতে এসে পৌছায়।

এ বিষয়ে অভিযোগকারি ওয়ালিউল জানায়,আমাদের সাথে মেয়র বা মেয়রের লোক চাদাদাবী করেনি। আমরা লোকমুখে শুনেছিলাম ফলে বিষয়টি যাচাই কেও দেখে সত্যতা না পাওয়ায় জেলা প্রশাসনের কাছে দেয়া অভিযোগ প্রত্যাহার করি।

এবিষয়ে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মনসুর আলম খান বলেন, পৌর সভার উন্নয়ন মেয়র সাহেব করতে পারবেন। তবে কাজ করতে হলে কিছু নিয়মকানুন রয়েছে তা মেনে করা উচিৎ ছিল। মেয়র সাহেব হয়তো নিয়ম না জেনে কাজ শুরু করতে চেয়েছিলেন তাই নির্মাণ কাজ স্থগিত করা হয়েছে। তবে কাগজপত্র ঠিক করে সরকারি নিয়ম মেনে তিনি কাজ করতে পারবেন।

প্রায় ১কোটি ১২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩শ ৭১ টাকা চুক্তিতে কুষ্টিয়ার রোমানা কন্সট্রাক্শন গাংনী পৌর সভার চাউল পট্রি নির্মাণ কাজ চালু করা হয়েছিল। উক্ত কাজ বন্ধের জন্য ১৫ লাখ টাকা চাদাদাবী করে মেয়র আশরাফুল ইসলাম এমর্মে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিরেন, ব্যাবসায়ী জহুরুল ইসলাম ঝন্টু ।

গাংনী পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ ৩ ব্যবসায়ীর

মেহেরপুরের গাংনী চাল পট্টিতে পৌরসভার তত্বাবধায়নে মার্কেট নির্মান কাজ বন্ধ করেছে দিয়েছে প্রশাসন। সরকারী অনুমোদন না থাকার কারনে বুধবার সহকারী কমিশনার ভুমি মো: ইয়ানুর রহমান উপস্থিত হয়ে মার্কেট নির্মান কাজ বন্দের নির্দেশনা দেন।

এদিকে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা চাঁদাদাবি ও দোকান উচ্ছেদের অভিযোগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে ৩জন ভুক্তভুগী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

মো: জহুরুল ইসলাম ঝন্টু নামের এক হোটেল ব্যবসায়ী জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগে বলেছেন,মেয়র আশরাফুল ইসলাম তার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে চাঁদার টাকা না দেওয়ার কারনে দোকান উচ্ছেদ করার হুমকি দিচ্ছে।

একই অভিযোগ করেছেন আলিউল ও নাজমুল হোসেন নামের দুজন ব্যবসায়ী। (লিখিত অভিযোগ গ্রহনে জেলা প্রশসক কার্যালয়ের মহর যুক্ত অভিযোগ এ প্রতিবেদকের কাছে রয়েছে তবে ঘটনাস্থলে অভিযোগকারীদের না পাওয়ায় সরাসরি তাদের বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি)।

সহকারী কমিশনার ভুমি মো: ইয়ানুর রহমান জানান, নির্মাণ কাজের বিষয়ে সরকারী কোন অনুমোদন ও জেলা প্রশাসন অবগত নয়। একারনে আপাতত কাজ বন্ধ রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জমি যদি পৌরসভার হয়

কিংবা বৈধ কাগজপত্র থাকে তাহলে জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে সেই জমি দখল মুক্ত করে ৩ তলা মার্কেট নির্মান করা হবে। মার্কেট সরকারী জমি থেকে উচ্ছেদ ও নির্মান কাজ বন্ধ রাখার ষড়যন্ত্র হিসেবে চাঁদাবাজির মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনা করে পরবর্তিতে কাজ শুরু করা হবে।

পৌরসভা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়া মজমপুরের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স রোমানা কন্সট্রাকশন ১ কোটি সাড়ে ১২ লাখ টাকা চুক্তিতে এ কাজটি বাস্তবায়ন করবে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, ইতোপূর্বে জবর দখল করে মার্কেট নির্মান কাজ করতে চেয়েছিলো এ কারনে বাধা দিয়েছিলাম।

পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম জানিয়েছে সে সরকারী বিধি মোতাবেক কাগজপত্র ঠিক করে কাজ শুরু করেছে। সরকারী বিধি কিংবা বৈধ কোন কাগজপত্র আপনি কি দেখেছেন জানতে চাইলে তিনি এ প্রসঙ্গে এড়িয়ে যান এবং তিনি বলেন কাগজ ঠিক না থাকলে আবারো কাজ বন্ধ করা হবে।

গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে তিনি রিসিভ না করায় তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, সরকারি জায়গায় যে কোন স্থাপনা নির্মাণ করতে হলে সরকারকে অবগত করতে হবে।

গাংনী চাল পট্টিতে মার্কেট নির্মাণ বিষয়ে কিছু জানিনা একারনে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে আপাতত কাজটি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যাচাই বাছাই শেষে পরবর্তী কার্যক্রম নেয়া হবে। অভিযোগ দায়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেন,লিখিত অভিযোগটি এখন পর্যন্ত তার কাছে আসেনি। অভিযোগটি ডাক ফাইলে থাকতে পারে। অভিযোগ হাতে পাওয়ার পর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে সমবায় সমিতির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

গাংনী উপজেলার কয়েকটি সমবায় সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে সমিতির কর্মহীন দরিদ্র সদস্যদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকালে গাংনী উপজেলার নাগদারখাল পানিব্যাবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর উদ্যোগে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। মড়কা বাজারে সমিতির অফিসে ৩৫ জন সদস্যের মাঝে ৫ কেজি আটা, ১ কেজি চিনি, ২ কেজি আলু, ১ প্যাকেট সেমাই ও ১ টি করে সাবান বিতরণ করা হয়।

এসময় প্রধান অতিথি অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিদর্শক জনাব হাফিজুর রহমান ।

এছাড়া নাগদারখাল পানিব্যাবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি জনাব মোঃ আব্দাল হক ও সম্পাদকসহ সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেয়ের বাবাকে কুপিয়ে আহত করার ঘটনায় মামলা

মেহেরপুরের গাংনীর রামনগর গ্রামে মেয়ের যৌন নির্যাতন চেষ্টার বিচার চেয়ে আদালতে মামলা করায় পিতাকে কুপিয়ে আহত করার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সোমবার আহত আব্দুল মান্নান বাদী হয়ে ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় এ পর্যন্ত কেউ আটক হয়নি। মামলার আসামিরা

হলেন, নজরুল ইসলামের ছেলে শাহাবুল ইসলাম, আরমান আলীর ছেলে ওয়াসিম আলী, রেজাউল হাকের ছেলো রানা, রুবেল হোসেন, নজরুল ইসলামের ছেলে রকিবুল ইসলাম, গোলাম নবীর ছেলে রুবেল হোসেন, সমসের আলীর ছেলে সাদ আলী ও হকাজ্জেলের ছেলে তরিকুল ইসলাম।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: ওবাইদুর রহমান জানান,আব্দুল মান্নান বাদী হয়ে দণ্ডবিধির ১৪৩/৩৪১/২৩২/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৭৯/৫০৬/১১৪ ধারা মোতাবেক গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে যার নং ১২ তাং ১০.০৮.২০২০ ইং।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আব্দুল হান্নান জানান,মামলার আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। মামলাটি তদন্ত চলছে দ্রত সময়ের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

মামলার বাদী আব্দুল মান্নান জানান, গত ১লা আগষ্ট রাতে রামনগর গ্রামের ফরমান আলীর ছেলে পল্লী চিকিৎসক সেলিম আমার মেয়ের ঘরে প্রবেশ করে মুখ চেপে ধরে জোর পূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় মেয়ে চিৎকার করলে প্রতিবেশিদের সহায়তায় সেলিমকে ঘরের মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয়। পরে তাকে জোর পূর্বক ছাড়িয়ে নেয়া হয়।

এ ঘটনায় যৌন নির্যাতন চেষ্টার বিচার পেতে গত ৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবার মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ধর্ষন চেষ্টার অভিযোগে রামনগর গ্রামের ফরমান আলীর ছেলে পল্লী চিকিৎসক সেলিমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করি। মামলা দায়ের করায় ক্ষিপ্ত হয়ে ৭ আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যায় সাড়ে ৬ টায় রামনগর বাজারে গেলে লম্পট সেলিমের সহযোগীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করে।

হামলাকারীরা প্রভাবশালী হওয়ার কারনে আবারো হামলা হতে পারে এমন আশংখা প্রকাশ করে পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে হামলাকারীদের বিচার দাবি করেন তিনি। এ বিষয়ে কথা বক্তব্য জানতে পল্লী চিকিৎসক সেলিমের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দিলে বন্ধ পাওয়া যায়।

গাংনীর সাহারবাটিতে সততার পুরস্কার পেলেন দুই নৈশ প্রহরী

টাকা ভর্তি মানিব্যাগ পেয়ে তিনদিন পর প্রকৃত মালিককে মানিব্যাগ পৌঁছে দেয়াই সততার প্রতিদান হিসেবে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনে পুরস্কৃত হলেন গাংনী উপজেলার সাহারবাটি বাজারের দুই নৈশ প্রহরী।

সোমবার পড়ন্ত বিকেলে সাহারবাটি বাজারের দুই নৈশ প্রহরী আমজাদ হোসেন ও সারাত হোসেন কে পুরস্কৃত করেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি, সাহারবাটি স্বেচ্ছায় রক্তদান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ রাকিবুল ইসলাম টুটুল। নৈশ প্রহরী পুরস্কৃত হয়ে টাকা ভর্তি মানিব্যাগ এর চেয়েও অনেক বেশি সম্মানিত হয়েছেন বলে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সেই সাথে সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি মনে করে অন্যের সম্পদ আমার কাছে আমানত স্বরুপ। একজনের জানমাল আমি নিরাপদে রাখলে,আমার জান মালের নিরাপত্তা অন্যরাও গুরুত্ব দেবে। পুরস্কার যে মানের ই হোক এটি লক্ষ-কোটি অর্থের চেয়েও অনেক দামি। মানিব্যাগে যে টাকা ছিল তা হয়তো কয়েক নিমেষেই ফুরিয়ে যেত। আত্মসম্মান পেয়েছি তা কখনো ফুরাবার নয়। পুরস্কৃত হবো এমন প্রত্যাশা আমাদের ছিল না। তবুও আমাদের কর্মের দ্বারা সম্মানিত হয়েছি।

ফেরত পাওয়া মানিব্যাগের মালিক ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল বলেন, গত তিনদিন আগে সাহারবাটি বাজারে আমার একটি মানিব্যাগ হারিয়ে যায়। মানিব্যাগে যে পরিমাণ টাকা ছিল তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল কাগজপত্র। আমার ফেসবুক ওয়াল সহ পরিবর্তনের মেহেরপুর নামক একটি ফেসবুক ওয়ালে মানিব্যাগটি ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

সে আহবানে সাড়া দিয়ে সাহারবাটি বাজারে নৈশপ্রহরী আমজাদ হোসেন ও সারাত হোসেন আমাকে মোবাইল ফোনে ডেকে মানিব্যাগটি ফেরত দেন। আমি দুজন নৈশপ্রহরীর সততা দেখে হতবাক হয়ে পড়ি। মানি ব্যাগটি ফেরত পেয়ে খুলে দেখি তারা একটি টাকাতেও হাত দেয়নি বরং কাগজপত্রগুলো হেফাজতে রেখেছেন।

রাকিবুল ইসলাম টুটুল আরও বলেন, তাদের সততার মূল্য হয়ত দিতে পারব না তবুও হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে দুজনকে পুরস্কৃত করা

হয়েছে। এ সময় সাহারবাটি বাজারের ব্যবসায়ীসহ স্বেচ্ছায় রক্তদান ক্লাবের সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ৯০ বোতল ফেন্সিডিল সহ দুজন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে মাদক বিরোধী অভিযানে ৯০ বোতল ফেন্সিডিল সহ দুজনকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০ টায় উপজেলার করমদী কুমারপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন,করমদী শিকদার পাড়ার জামিরুল ইসলামের ছেলে টিপু সুলতান (৩৫) ও একই এলাকার বহলপাড়ার জমির উদ্দীনের ছেলে হাবিবুর রহমান হবি (৩৫)।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান,দুজন মাদক ব্যবসায়ী ফেন্সিডিল পাচার করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর নির্দেশনা মোতাবেক অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। পরে টিপু সুলতানের কাছে ৫৫ ও হাবিবুর রহমান হবির কাছ থেকে ৩৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। আটককৃতদের নামে গাংনী থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হবে।

বামন্দীতে জলাবদ্ধতা নিরসন করায় প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ

জেলা প্রশাসক ও উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এবং স্থানীয়দের সহযোগীতায় মাসাধিকাল ব্যাপী হাটু পানিতে ডুবে থাকা বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ আশেপাশের ৯টি পরিবারের অর্ধশতাধিক মানুষের দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে। ভুক্তভোগীরা কৃজ্ঞতা প্রকাশ করেছে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের প্রতি।

গত এক মাস ধরে বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ আশেপাশের ৯টি পরিবারের অন্তত অর্ধশতাধিক মানুষ পানি বন্দি হয়ে পড়েছিল। বসত বাড়ির আঙ্গিনা ডুবে থাকায় স্বাভাবিক চলাচলেও ঘটছিল ব্যাঘাত। বড়দের চেয়ে বেশি বিপাকে পরিবার গুলোর শিশু সদস্যরা। ইচ্ছা করলেই ঘর থেকে নামতে পারছে না।

পানি বন্দি পরিবার গুলোর ভোগান্তি দুর করতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরির্দশন করে পানি নিষ্কাশনের জন্য ভুক্তভোগীর নির্দেশ প্রদান করেন। সে অনুযায়ী ভুক্তভোগীরা সহ এলাকার মানুষের সহযোগীতায় করা অর্থায়নে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গাংনীতে করোনা আক্রান্ত ভ্যান চালকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গজারিয়া গ্রামের ভ্যান চালক করোনা আক্রান্ত সাদেক আলী (৫৬) মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি কোভিড ১৯ পজেটিভ অবস্থায় নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

আজ রোববার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে তার মৃত্যু হয়। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের দাফনের নিয়ম মেনে তার দাফন সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় করোনা ভাইরাস আক্রান্তে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো আট।

জানা গেছে, দুই সপ্তাহ আগে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সনাক্ত হন সাদেক আলী। সর্দি জ্বরসহ শারীরিক অন্যান্য অসুবিধার কারণে তিনি নমুনা দিয়েছিলেন। নিজ বাড়িতে রুম আইসোলেশন এ চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম শাহিন শাহনেওয়াজ বলেন, সরকারি সিদ্ধান্তে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তার দাফন সম্পন্ন করা হবে।

এপর্যন্ত মেহেরপুরে করোনা পজেটিভ মৃত্যের সংখ্যা ৮ জন।

গাংনীতে ভায়ের নির্যাতনে ভিটে ছাড়া বোন

মেহেরপুরের গাংনীতে আপন ভায়ের নির্যাতনে ঘর ছাড়া হয়েছেন বোন। প্রায় এক মাস ধরে বিভিন্ন জনের বাড়িতে থেকে দিন পার করছে ভুক্তভোগী ঐ মহিলা। অসহায় মহিলার ভাই হযরত আলী ঘরবাড়ি ভেঙে দেড় লক্ষাধীক টাকার মালামাল লুটপাট করেছে বলে অভিযোগ করেছে মহিলা। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আযান গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

ভুক্তভোগী ঐ মহিলা জানান, গত ৩০ বছর ধরে আমি ঐ জায়গায় বসবাস করে আসছি। আমার দুই মেয়ে। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমি একাই সেখানে থাকি। কিন্তু আমার অসহায়ত্বে সুযোগ নিয়ে আমার ভাই হযরত ঐ জমি দখল নেওয়ার জন্য আমাকে মেরে ঘর থেকে বের করে দেয়। সেই সাথে ঘরের সব কিছু লুট করে নিয়ে যায়। আমার ভাই হযরত তার ছেলে সেলিম মেয়ে আম্বিয়া ও প্রতিবেশি খবির এর ছেলে ইদু।

গত বৃহস্পতিবার আমার ঘর বাড়ি ভেঙে দেয় এবং আমি যদি এই জায়গায় পা রাখি তবে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। এ বিষয়ে গাংনী থানায় অভিযোগ দায়ের করলে সেখান থেকে পুলিশ এসে পরিদর্শন করে গেছে।

কিন্তু আশানুরুপ কোন কিছু করেনি।

এ বিষয়ে হযরতের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের সাথে দেখা করতে রাজি হননি।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, এদের দুই ভাই বোনের জমিজমা নিয়ে বিরোধ বেশ কয়েক বছর ধরে। আমি প্রায় মাস পাঁচেক আগে একটি মিমাংসা করে দিয়েছিলাম।

কিন্তু পরে আবার এটা নিয়ে তাদের মধ্যে মারামারি ঘটনা ঘটে। আমি অভিযোগ আমলে নিয়ে মামলা নিয়ে অভিযুক্ত হযরতকে আটক করে কোর্টে চালান দিয়েছিলাম। পরে ঘরবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাটি আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো।